গোমস্তাপুর উপজেলার ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান

ক্রম	ঐতিহ্য স্থানের নাম	বিবরণ	ছবি
০১	নওদা বরুজ বা ষাড়বুরুজ	গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুরে প্রাচীন ইতিহাস সমৃদ্ধ নওদা বরুজ অবস্থিত। দূর থেকে নওদা বুরুজ দেখতে অনেকটা মাটির উচু ঢিবির মত, যা স্থানীয়দের কাছে ষাঁড়বুরুজ হিসেবে পরিচিত। তবে এই অট্টালিকার প্রকৃত নাম শাহরুজ। শাহ শব্দের অর্থ বাদশা ও বুরুজ শব্দের অর্থ অট্টালিকা। ইতিহাস বিখ্যাত নদীয়া অঞ্চলের কাছে হওয়ায় এই স্থাপনাটি নওদা নামে পরিচিত লাভ করে। রাজা লক্ষণ সেনের আমলে রহনপুর বাণিজ্যিক নগরী হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করে। বাণিজ্যিক কারণে রহনপুরে লক্ষণ সেন সুরম্য অট্টালিকাসহ অসংখ্যা স্থাপনা গড়ে তুলেন। তাই অনেকে মনে করেন রহনপুরে প্রাক মুসলিম যুগের উন্নত নগরীর অবস্থান ছিল। বাংলা বিজয়ী ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি রহনপুর হয়ে বাংলায় গমনকালীন নওদা বুরুজে অবস্থান করেছিলেন। প্রচলিত আছে বখতিয়ার খিলজি আগমনের সংবাদে ভীত স্বতন্ত্র হয়ে রাজা লক্ষণ সেন নদী পথে পলায়ন করেন। দূর দুরান্ত থেকে অনেকে প্রাচীন ঐতিহ্য ও ইতিহাসের খোঁজে এই বিখ্যাত স্থাপনাটি পরিদর্শনে আসেন। যোগাযোগ: চাঁপাইনবাবগঞ্জ হতে এই স্থানের দূরত্ব প্রায় ৩৬ কি.মি.। বাস ও দোলনা যোগে আসা যায়।	
০২	গম্বুজ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুরের খোয়াড় মোড়ে অবস্থিত । গৌড়িয় আমলের একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক নির্দশন। গম্বুজটি মুঘল রীতিতে নির্মিত বলে অনুমান করা হয়। এটি একটি সমাধি সৌধ বলে স্থানীয়রা ধারণা করেন। অষ্টভূজ এই গম্বুজটির চতুর্দিকে দরজা আছে। এটি সপ্তাদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দিতে নির্মিত হতে পারে। বর্তমানে এটিকে সংস্কার করে সংরক্ষন করলে ভ্রমন পিপাসু আরও মানুষ দুরদূরান্ত থেকে দর্শণ করতে আসবেন।	
০৩	মিশন দিঘী	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুর হতে ১.৫ কি:মি উত্তর-পূর্বে ৩০ বিঘার উপর অবস্থিত একটি দৃষ্টিনন্দন দিঘী। এর চারদিক সবুজ গাছপালায় ঘেরা এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস। পাশ্বে একটি খৃষ্ঠান মিশনারি রয়েছে। ফলে অনেক দর্শানার্থী প্রতিদিন এ দিঘী দেখতে আসেন।	

ক্রম	ঐতিহ্য স্থানের নাম	বিবরণ	ছবি
০৪	বিলদামুস	গোমস্তাপুর উপজেলার গোমস্তাপুর ইউনিয়ন এবং নাচোল উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের কিছু অংশ মিলে বিশাল জলরাশির দৃষ্টি নন্দন বিল হচ্ছে বিলদামুস। এর আয়তন ৩৭.৯১ একর, চকপুস্তম/১৫৯ মৌজা, আর.এস ১ নং খতিয়ান, আর.এস দাগ ৫২৩ । চাঁপাইনবাবগঞ্জ হতে গোমস্তাপুর যাওয়ার পথে রাস্তার ধারে এই বিলটি অবস্থিত। নদীর সাথে এই বিলের সংযোগ থাকায় এখানে নানা জাতের নদীর মাছ সহ সারা বছর বিভিন্ন জাতের মাছ চাষ হয়। সন্ধ্যার সময়ে এই বিল থেকে সূর্য ডুবার দৃশ্য খুব মনোমুগ্ধকর। এই বিলের চার দক্ষিণ পশ্চিমে নয়াদিয়াড়ি গ্রাম অবস্থিত, উত্তরে হোগলা এবং পূর্বে গ্রাম অবস্থিত।	

ক্রমিক	ঐতিহ্য স্থানের নাম	বিবরণ	ছবি
০৫	বিলগুলদহ	বিলগুলদহ বিলটি গোমস্তাপুর উপজেলার বোয়ালিয়া ইউনিয়নে অবস্থিত। বিলের আয়তন ৫০৩.৯২ একর। রহনপুর হতে ভোলাহাট যাওয়ার পথে লালাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে প্রায় ২ কি.মি. ভিতরে অবস্থিত। বিলের উত্তর ও পশ্চিম দিকে ভোলাহাট উপজেলা। এই বিলের চারপাশে নানা ফসলী জমি এবং মাঝে সুদীর্ঘ জলরাসি। বিলে সারা বছরই পানি থাকে এবং বিভিন্ন প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। বছরের বিভিন্ন সময় নানান প্রজাতির পাখি দেখা যায়। বিলটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ।	

ক্রঃ নং	ঐতিহ্য স্থানের নাম	বিবরণ	ছবি
০৬	বিলকুজাইন	গোমস্তাপুর উপজেলার রাধানগর ইউনিয়নের সর্ব উত্তরে অবস্থিত। বিলের মোট জমির পরিমান ৫৪.৬৪ একর। এই বিল বছরের অধিকাংশ সময় বন্যায় প্লাবিত থাকে। এই বিলের চার পাশে ফসলী জমি। এই বিলে নানা জাতের দেশীয় মাছ হয়। বিলের সংলগ্ন এলাকার অধিকাংশ গ্রামবাসী মাছ চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। ভারতীয় সীমান্তবর্তী এলাকার কোল ঘেষে পুর্নভবা নদী ভারতে প্রবেশ করেছে। বন্যার সময় নৌকা ভ্রমন পিপাসুদের জন্য একটি দর্শণীয় স্থান।	
০৭	বিল বরেন্দ্র	গোমস্তাপুর উপজেলার রাধানগর ইউনিয়নের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এই বিলের মোট জমির পরিমান ৮৩.৭৫ একর। এই বিলবছরের অধিকাংশ সময় বন্যায় প্লাবিত থাকে। এই বিলের চার পাশে গাছপালায় ঘেরা সবুজের সমারহ। এই বিলে নানা জাতের দেশী প্রজাতির মাছ হয়। বিলের সংলগ্ন এলাকার অধিকাংশ গ্রামবাসী মাছ চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এই বিলের পশ্চিমে ভারতীয় সীমান্তবর্তী এলাকা। রাতের বেলা ভারতীয় সীমানায় বৈদ্যুতিক আলোয় ঘেরা অপূর্ব দৃশ্য যা ভ্রমন পিপাসুদের জন্য দর্শণীয় স্থান।	

০৮	রামদাস বিল	গোমস্তাপুর উপজেলার রাধানগর ইউনিয়নের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এই বিলের মোট জমির পরিমান ২৪৩.৪৭ একর। এই বিলবছরের অর্ধেক সময় বন্যায় প্লাবিত থাকে। এই বিলের জমিতে ইরি মৌসুমে প্রচুর পরিমানে ধান চাষ হয়। এই বিলে নানা জাতের দেশী প্রজাতির মাছ হয়। বিলের সংলগ্ন এলাকার অধিকাংশ গ্রামবাসী মাছ চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এই বিলের পশ্চিমে ভারতীয় সীমান্তবর্তী এলাকা। ভারতীয় সীমান্ত এলাকায় ধানের সবুজে ঘেরা অপূর্ব দৃশ্য যা ভ্রমন পিপাসুদের জন্য দর্শণীয় স্থান।	